

বাইবেলের দৈত্যরা

পেন্টাটিউক

সেই দিনগুলিতে পৃথিবীতে দানবেরা ছিল; এবং তার পরেও, যখন ঈশ্বরের পুত্রেরা মানুষের কন্যাদের কাছে আসলেন এবং তারা তাদের জন্য সন্তান প্রসব করল, তখন তারাই প্রাচীনকালের পরাক্রমশালী ও প্রখ্যাত পুরুষে পরিণত হল। আদিপুস্তক ৬:৪

আর সেখানে আমরা অনাকের বংশধর সেই মহাদৈত্যদের দেখলাম, যারা মহাদৈত্যদেরই বংশধর; এবং আমরা নিজেদের চোখে ফড়িংয়ের মতো ছিলাম, আর তাদের চোখেও তাই ছিলাম। গণনাপুস্তক ১৩:৩৩

অতীতে সেখানে এমীম জাতি বাস করত, যারা ছিল অনাকীয়দের মতো মহান, সংখ্যায় অনেক ও দীর্ঘকায় এক জাতি; অনাকীয়দের মতোই তাদেরও দানব বলে গণ্য করা হত; কিন্তু মোয়াবীয়েরা তাদের এমীম বলে ডাকে। দ্বিতীয় বিবরণ ২:১০-১১

দ্বিতীয় বিবরণ ২:১৯-২১
আর যখন তুমি অম্মোন সন্তানদের নিকটবর্তী হবে, তখন তাদের কষ্ট দিও না, বা তাদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ কোরো না; কারণ আমি তোমাকে অম্মোন সন্তানদের দেশের কোনো অধিকার দেব না; কেননা আমি তা লোটের সন্তানদেরকে অধিকাররূপে দিয়েছি। (সেই দেশও দৈত্যদের দেশ বলে গণ্য হত; প্রাচীনকালে সেখানে দৈত্যরা বাস করত; এবং অম্মোনীয়রা তাদের যামজুম্মিম বলে ডাকত; তারা ছিল অনাকীয়দের মতো মহান, বহুসংখ্যক ও দীর্ঘকায় এক জাতি; কিন্তু সদাপ্রভু তাদের সামনে তাদের ধ্বংস করলেন; এবং তারা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাদের স্থানে বাস করতে লাগল।)

কারণ দৈত্যদের অবশিষ্ট বংশের মধ্যে কেবল বাশানের রাজা ওগই অবশিষ্ট রইলেন; দেখ, তাঁর খাটটি ছিল লোহার তৈরি; তা কি অম্মোনের সন্তানদের রব্বাথে নেই? মানুষের হাতের মাপে তার দৈর্ঘ্য ছিল নয় হাত এবং প্রস্থ ছিল চার হাত। আর এই দেশ, যা সেই সময়ে আমাদের অধিকারে ছিল, অর্থাৎ অরোয়েব থেকে, যা অর্নোন নদীর তীরে অবস্থিত, এবং গিলিয়দের অর্ধ-পর্বত ও তার নগরগুলি, আমি রূবেনীয় ও গাদীয়দের দিলাম। আর গিলিয়দের বাকি অংশ এবং সমস্ত বাশান, যা ওগের রাজ্য ছিল, আমি মনঃশির অর্ধ-বংশকে দিলাম; অর্গোবের সমস্ত অঞ্চল, সমস্ত বাশানসহ, যা দৈত্যদের দেশ নামে পরিচিত ছিল। দ্বিতীয় বিবরণ ৩:১১-১৩

ইতিহাস

এবং বাশানের রাজা ওগের উপকূল, যিনি ছিলেন দৈত্যদের অবশিষ্ট অংশের একজন, যিনি অষ্টরোথ ও এদ্রেইতে বাস করতেন, যিহোশূ ১২:৪

বাশানে অবস্থিত ওগের সমস্ত রাজ্য, যে অষ্টরোত ও এদ্রেইতে রাজত্ব করত এবং যে ছিল দৈত্যদের অবশিষ্ট অংশ: কারণ মোশি এদেরকে আঘাত করে বিতাড়িত করলেন। যিহোশুয়া ১৩:১২

আর সেই সীমানা হিনোম-পুত্রের উপত্যকা দিয়ে যিবূসীয়দের দক্ষিণ দিক পর্যন্ত চলে গিয়েছিল; সেই স্থানই যিরূশালেম; এবং সেই সীমানা হিনোম উপত্যকার পশ্চিমে অবস্থিত পর্বতের চূড়া পর্যন্ত চলে গিয়েছিল, যা উত্তরে দানবদের উপত্যকার শেষ প্রান্তে অবস্থিত।: যিহোশুয়া ১৫:৮

তখন যিহোশূয় তাদের উত্তর দিলেন, "যদি তোমরা এক মহান জাতি হও, তবে বনভূমিতে যাও এবং সেখানে পিরিসীয় ও দৈত্যদের দেশে নিজের জন্য গাছ কেটে নাও; যদি ইফ্রয়িম পর্বত তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়।" যিহোশূয় ১৭:১৫

আর সেই সীমা হিনোম-পুত্রের উপত্যকার সামনে অবস্থিত পর্বতের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নেমে এল, যা উত্তরে দৈত্যদের উপত্যকায় অবস্থিত; এবং তা দক্ষিণে যিবূসীর দিকে হিনোম উপত্যকায় নেমে গেল, এবং এনরোগেলের দিকে নেমে গেল। যিহোশূয় ১৮:১৬

১ শমূয়েল ১৭
১ তখন পলেস্তীয়েরা যুদ্ধ করার জন্য তাদের সৈন্যবাহিনী সমবেত করল এবং যিহূদার অন্তর্গত শোখো নামক স্থানে শিবির স্থাপন করল। তারা ইফিষদ্মীমে, শোখো ও অষেকার মধ্যবর্তী স্থানে শিবির স্থাপন করল।
২ আর শৌল ও ইস্রায়েলের লোকেরা একত্রিত হয়ে এলা উপত্যকার ধারে শিবির স্থাপন করলেন এবং পলেস্তীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সৈন্যসজ্জা করলেন।
৩ আর পলেস্তীয়রা এক পাশের পর্বতের উপরে এবং ইস্রায়েল অন্য পাশের পর্বতের উপরে অবস্থান করল; এবং তাদের মাঝখানে একটি উপত্যকা ছিল।
৪ আর পলেষ্টীয়দের শিবির থেকে গাতের বাসিন্দা গোলিয়াথ নামে এক বীর বের হয়ে এলেন, যাঁর উচ্চতা ছিল ছয় হাত ও এক বিঘত।
৫ আর তাঁর মাথায় পিতলের একটি শিরস্ত্রাণ ছিল এবং তিনি বর্ম পরিহিত ছিলেন; আর সেই বর্মের ওজন ছিল পাঁচ হাজার শেকল পিতল।
৬ আর তাঁর পায়ে পিতলের বর্ম এবং কাঁধের মাঝখানে পিতলের একটি ঢাল ছিল।
৭ আর তাঁর বর্শার দণ্ডটি তাঁতির মাকুর মতো ছিল; এবং তাঁর বর্শার ফলার ওজন ছিল ছয়শো শেকল লোহা, আর একজন ঢাল হাতে তাঁর আগে আগে যাচ্ছিলেন।
৮ আর তিনি দাঁড়িয়ে ইস্রায়েলের সৈন্যদলকে ডেকে বললেন, "তোমরা যুদ্ধসাজ সাজাতে কেন বেরিয়ে এসেছ? আমি কি পলেষ্টীয় নই, আর তোমরা শৌলের দাস? তোমরা নিজেদের জন্য একজন লোক বেছে নাও, আর তাকে আমার কাছে আসতে দাও।"
৯ যদি সে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে আমাকে হত্যা করতে পারে, তবে আমরা তোমাদের দাস হব; কিন্তু যদি আমি তার বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে তাকে হত্যা করি, তবে তোমরা আমাদের দাস হবে এবং আমাদের সেবা করবে।
১০ তখন পলেস্তীয় লোকটি বলল, "আজ আমি ইস্রায়েলের সৈন্যবাহিনীকে চ্যালেঞ্জ করছি; আমাকে একজন লোক দিন, যেন আমরা একসঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি।"
১১ শৌল ও সমস্ত ইস্রায়েল যখন পলেষ্টীয়ের সেই কথা শুনলেন, তখন তাঁরা হতবাক ও অত্যন্ত ভীত হলেন।
১২ দায়ূদ ছিলেন বৈৎলেহমযিহূদার সেই ইফ্রাথীয় ব্যক্তির পুত্র, যাঁর নাম ছিল যিশয়; এবং তাঁর আটটি পুত্র ছিল; আর শৌলের সময়ে তিনি বৃদ্ধ বয়সে মানুষের মধ্যে পরিচিত ছিলেন।
১৩ আর যিশয়ের তিন জ্যেষ্ঠ পুত্র গিয়ে শৌলের সঙ্গে যুদ্ধে গেলেন। যুদ্ধে গমনকারী তাঁর তিন পুত্রের নাম ছিল এই—জ্যেষ্ঠ পুত্র এলিয়াব, তাঁর পরে অবীনদাব এবং তৃতীয় পুত্র শম্মা।
১৪ আর দায়ূদ ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ এবং তিন জ্যেষ্ঠ পুত্র শৌলের অনুগামী ছিলেন।
১৫ কিন্তু দায়ূদ শৌলের কাছ থেকে ফিরে এসে বৈৎলেহেমে তাঁর পিতার মেষপাল চরাতে লাগলেন।
১৬ আর পলেস্তীয় লোকটি সকাল-সন্ধ্যায় কাছে এসে চল্লিশ দিন ধরে নিজেকে প্রকাশ করল।
১৭ তখন যিশয় তাঁর পুত্র দায়ূদকে বললেন, "এখন তোমার ভাইদের জন্য এই ভাজা শস্য থেকে এক এফা ও এই দশটি রুটি নিয়ে শিবিরে তোমাদের ভাইদের কাছে দৌড়ে যাও।"

১৮ আর এই দশটি পনির তাদের সহস্র সেনার অধিনায়কের কাছে নিয়ে যাও এবং দেখো তোমার ভাইদের কী অবস্থা, আর তাদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করো।
১৯ তখন শৌল, তাঁরা এবং ইস্রায়েলের সমস্ত লোক এলা উপত্যকায় পলেস্তীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন।
২০ আর দায়ূদ খুব ভোরে উঠে মেষপালকদের কাছে মেষগুলো রেখে, যিশয়ের আজ্ঞা অনুসারে সঙ্গে নিয়ে গেলেন; এবং যখন সৈন্যদল যুদ্ধের জন্য এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন তিনি পরিখার কাছে এসে যুদ্ধের জন্য চিৎকার করে উঠলেন।
২১ কারণ ইস্রায়েল ও পলেস্তীয়রা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী সাজিয়েছিল।
২২ আর দায়ূদ নিজের রথটি গাড়িচালকের হাতে রেখে সৈন্যদলের মধ্যে দৌড়ে গেলেন এবং এসে তাঁর ভাইদের অভিবাদন জানালেন।
২৩ আর তিনি যখন তাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন দেখ, পলেস্তীয়দের সৈন্যদল থেকে গাতের পলেস্তীয় বীর গোলিয়াথ এগিয়ে এসে ঠিক সেই কথাগুলোই বলতে লাগলেন; এবং দায়ূদ তা শুনলেন।
২৪ আর ইস্রায়েলের সমস্ত লোক সেই মানুষটিকে দেখে তার কাছ থেকে পালিয়ে গেল এবং অত্যন্ত ভীত হল।
২৫ তখন ইস্রায়েলের লোকেরা বলল, "তোমরা কি এই লোকটিকে দেখেছ যে এগিয়ে এসেছে? নিশ্চয়ই সে ইস্রায়েলকে অবজ্ঞা করতে এসেছে। আর যে তাকে হত্যা করবে, রাজা তাকে প্রচুর ধনসম্পদ দেবেন, নিজের কন্যাকে দান করবেন এবং ইস্রায়েলে তার পিতৃবংশকে মুক্ত করবেন।"
২৬ তখন দায়ূদ তাঁর পাশে দাঁড়ানো লোকদের বললেন, "যে ব্যক্তি এই পলেষ্টীয়কে হত্যা করে ইস্রায়েলের কলঙ্ক দূর করবে, তার জন্য কী করা হবে? কারণ এই অচ্ছিন্নত্বক পলেষ্টীয় কে যে সে জীবন্ত ঈশ্বরের সৈন্যদলকে অবজ্ঞা করবে?"
২৭ তখন লোকেরা তাঁকে এই বলে উত্তর দিল, "যে তাঁকে হত্যা করবে, তার প্রতিও ঠিক তেমনই করা হবে।"
২৮ আর তিনি যখন লোকদের বলছিলেন, তখন তাঁর বড় ভাই এলিয়াব তা শুনলেন; এবং দায়ূদের উপর তাঁর ক্রোধ প্রজ্বলিত হলো, আর তিনি বললেন, "তুমি এখানে কেন নেমে এসেছ? আর প্রান্তরে ঐ অল্প কয়েকটি মেষ কার কাছে রেখে এসেছ? আমি তোমার অহংকার ও তোমার হৃদয়ের দুষ্টতা জানি; কারণ তুমি যুদ্ধ দেখার জন্যই নেমে এসেছ।"
২৯ আর দায়ূদ বললেন, আমি এখন কী করেছি? এর কি কোনো কারণ নেই?
৩০ আর তিনি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য একজনের দিকে তাকালেন এবং আগের ভাবেই কথা বললেন, আর লোকেরাও তাঁকে আগের ভাবেই উত্তর দিল।
৩১ আর দায়ূদের বলা কথাগুলো শুনে লোকেরা শৌলের কাছে তা পুনরায় বলল এবং তিনি তাঁকে ডেকে পাঠালেন।
৩২ আর দায়ূদ শৌলকে বললেন, ওর কারণে কারও মন যেন ভেঙে না যায়; আপনার দাস গিয়ে এই পলেষ্টীয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।
৩৩ তখন শৌল দায়ূদকে বললেন, "তুমি এই পলেষ্টীয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যেতে পারবে না; কারণ তুমি তো একজন যুবক, আর সে যৌবনকাল থেকেই যোদ্ধা।"
৩৪ তখন দায়ূদ শৌলকে বললেন, "আপনার দাস তার বাবার মেষপাল চরাত, আর তখন একটি সিংহ ও একটি ভাল্লুক এসে পাল থেকে একটি মেষশাবক ধরে নিয়ে গেল।"
৩৫ আর আমি তার পিছনে গিয়ে তাকে আঘাত করলাম এবং তার মুখ থেকে তা বের করে আনলাম; আর যখন সে আমার বিরুদ্ধে উঠল, আমি তার দাড়ি ধরে তাকে আঘাত করে হত্যা করলাম।
৩৬ তোমার দাস সিংহ ও ভালুক উভয়কেই বধ করেছে; আর এই অচ্ছিন্নত্বক পলেষ্টীয়ও তাদেরই ন্যায় হবে, কারণ সে জীবন্ত ঈশ্বরের সৈন্যদলকে অবমাননা করেছে।
৩৭ দায়ূদ আরও বললেন, "সদাপ্রভু আমাকে সিংহের থাবা ও ভালুকের থাবা থেকে রক্ষা করেছেন, তিনিই আমাকে এই পলেষ্টীয়ের হাত থেকেও রক্ষা করবেন।" তখন শৌল দায়ূদকে বললেন, "যাও, সদাপ্রভু তোমার সঙ্গে থাকুন।"
৩৮ আর শৌল দায়ূদকে তাঁর নিজের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করলেন এবং তাঁর মাথায় পিতলের একটি শিরস্ত্রাণ পরিয়ে দিলেন; এছাড়াও তিনি তাঁকে একটি বর্ম পরিয়ে দিলেন।
৩৯ আর দায়ূদ তাঁর বর্মের উপর তরবারি বাঁধলেন এবং যেতে চেষ্টা করলেন; কারণ তিনি তা পরীক্ষা করে দেখেননি। দায়ূদ শৌলকে বললেন, "আমি এগুলো পরে যেতে পারব না, কারণ আমি এগুলো পরীক্ষা করে দেখিনি।" তখন দায়ূদ সেগুলো খুলে ফেললেন।

৪০ আর তিনি হাতে তাঁর লাঠি নিলেন এবং ঝর্ণা থেকে পাঁচটি মসৃণ পাথর বেছে নিয়ে তাঁর কাছে থাকা মেষপালকের থলেতে, অর্থাৎ একটি ঝুলিতে রাখলেন; তাঁর হাতে তাঁর গুলতি ছিল এবং তিনি পলেষ্টীয় লোকটির কাছে এগিয়ে গেলেন।
৪১ আর পলেস্তীয় লোকটি এগিয়ে এসে দায়ূদের কাছে দাঁড়াল এবং যে লোকটি ঢাল বহন করছিল, সে তাঁর আগে আগে চলল।
৪২ আর পলেস্তীয় লোকটি চারদিকে তাকিয়ে দায়ূদকে দেখে তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করল, কারণ সে ছিল এক যুবক, রক্তিম বর্ণের ও সুন্দর মুখশ্রী।
৪৩ তখন পলেস্তীয় লোকটি দায়ূদকে বলল, "আমি কি কুকুর যে তুমি লাঠি নিয়ে আমার কাছে এসেছ?" আর পলেস্তীয় লোকটি তার দেবতাদের নামে দায়ূদকে অভিশাপ দিল।
৪৪ তখন পলেস্তীয় লোকটি দায়ূদকে বলল, "আমার কাছে এসো, আমি তোমার মাংস আকাশের পাখিদের ও মাঠের পশুদের খেতে দেব।"
৪৫ তখন দায়ূদ পলেস্তীয়কে বললেন, "তুমি তরবারি, বর্শা ও ঢাল নিয়ে আমার কাছে এসেছ; কিন্তু আমি বাহিনীসমূহের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের সৈন্যদলের ঈশ্বর, যাঁকে তুমি অবজ্ঞা করেছ, তাঁর নামেই তোমার কাছে এসেছি।"
৪৬ আজ সদাপ্রভু তোমাকে আমার হাতে তুলে দেবেন; আমি তোমাকে আঘাত করব ও তোমার মাথা কেটে নেব; এবং আজ আমি পলেষ্টীয় সৈন্যদলের মৃতদেহ আকাশের পাখিদের ও পৃথিবীর বন্য পশুদের খেতে দেব, যেন সমস্ত পৃথিবী জানতে পারে যে, ইস্রায়েলের মধ্যে একজন ঈশ্বর আছেন।
৪৭ আর এই সমস্ত জনসমাবেশ জানবে যে, সদাপ্রভু তরবারি ও বর্শা দিয়ে রক্ষা করেন না; কেননা যুদ্ধ সদাপ্রভুর, এবং তিনি তোমাদেরকে আমাদের হাতে তুলে দেবেন।
৪৮ আর যখন পলেস্তীয় লোকটি উঠে এসে দায়ূদের মুখোমুখি হতে এগিয়ে এল, তখন দায়ূদও তাড়াতাড়ি করে সেই পলেস্তীয় লোকটির মোকাবেলা করার জন্য সৈন্যদলের দিকে দৌড়ে গেলেন।
৪৯ আর দায়ূদ তাঁর থলেতে হাত দিয়ে সেখান থেকে একটি পাথর বের করে সজোরে ছুঁড়ে মারলেন, যা সেই পলেস্তীয়ের কপালে এমন জোরে আঘাত করল যে, পাথরটি তার কপালে গেঁথে গেল এবং সে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল।
৫০ সুতরাং দায়ূদ গুলতি ও পাথর দিয়ে পলেস্তীয়ের উপর জয়লাভ করলেন এবং তাকে আঘাত করে হত্যা করলেন; কিন্তু দায়ূদের হাতে কোনো তরবারি ছিল না।
৫১ অতএব দায়ূদ দৌড়ে গিয়ে সেই পলেষ্টীয়ের উপর দাঁড়ালেন এবং তার তরবারি নিয়ে খাপ থেকে বের করে তাকে বধ করলেন ও তা দিয়ে তার মাথা কেটে ফেললেন। আর পলেষ্টীয়রা যখন দেখল তাদের বীর মারা গেছে, তখন তারা পালিয়ে গেল।
৫২ আর ইস্রায়েল ও যিহূদার লোকেরা উঠে দাঁড়িয়ে জয়ধ্বনি করতে লাগল এবং পলেষ্টীয়দের পশ্চাদ্ধাবন করতে লাগল, যতক্ষণ না তারা সেই উপত্যকায় ও এক্রোণের ফটক পর্যন্ত পৌঁছাল। আর পলেষ্টীয়দের আহত লোকেরা শরীয়িম, গাত ও এক্রোণের পথে পড়ে গেল।
৫৩ আর ইস্রায়েল-সন্তানেরা পলেস্তীয়দের পশ্চাদ্ধাবন করে ফিরে এসে তাদের তাঁবুগুলো লুট করল।
৫৪ আর দায়ূদ পলেষ্টীয়ের মাথাটি নিয়ে যিরূশালেমে এলেন, কিন্তু তার বর্ম নিজের তাঁবুতে রেখে দিলেন।
৫৫ আর শৌল যখন দায়ূদকে পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে যেতে দেখলেন, তখন তিনি সেনাপতি অবনেরকে বললেন, "অবনের, এই যুবকটি কার ছেলে?" অবনের উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আপনার প্রাণের শপথ করে বলছি, আমি বলতে পারি না।"
৫৬ তখন রাজা বললেন, "জিজ্ঞাসা করে দেখ, এই বালকটি কার পুত্র।"
৫৭ আর দায়ূদ যখন পলেষ্টীয়কে হত্যা করে ফিরছিলেন, তখন অবনের তাঁকে ধরে, হাতে পলেষ্টীয়ের মাথা নিয়ে শৌলের সামনে হাজির করলেন।
৫৮ তখন শৌল তাঁকে বললেন, "হে যুবক, তুমি কার পুত্র?" দায়ূদ উত্তর দিলেন, "আমি আপনার বৈৎলেহমবাসী দাস যিশয়ের পুত্র।"

আর ইশবীবেণব, যিনি ছিলেন সেই মহাবীর বংশের লোক, যাঁর বর্শার ওজন ছিল তিনশো শেকল পিতলের, তিনি একটি নতুন তরবারি কোমরে বেঁধে দায়ূদকে হত্যা করেছেন বলে মনে করলেন। কিন্তু সেরূইয়ার পুত্র অবীশয় তাঁকে সাহায্য করলেন এবং সেই পলেষ্টীয়কে আঘাত করে হত্যা করলেন। তখন দায়ূদের লোকেরা তাঁর কাছে শপথ করে বললেন, "তুমি আর আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে যাবে না, পাছে তুমি ইস্রায়েলের আলো

নিভিয়ে দাও।" এরপর গোবে পলেষ্টীয়দের সঙ্গে আবার যুদ্ধ হল; তখন হূশথীয় সিব্বখয় সেই মহাবীর বংশের লোক সাফকে হত্যা করলেন। গোবে পলেষ্টীয়দের সঙ্গে আবার যুদ্ধ হল, যেখানে বৈৎলেহমীয় যারোরেগিমের পুত্র ইলহনান, গিত্তীয় গোলিয়াতের ভাইকে হত্যা করলেন, যাঁর বর্শার দণ্ড তাঁতির মাকুর মতো ছিল। আর গাতে এক যুদ্ধ হয়েছিল, যেখানে এক বিরাট আকৃতির লোক ছিল, যার প্রত্যেক হাতে ছয়টি করে আঙুল এবং প্রত্যেক পায়ে ছয়টি করে মোট চব্বিশটি পায়ের আঙুল ছিল; এবং সেও সেই দৈত্যের পুত্র ছিল। আর যখন সে ইস্রায়েলকে অবজ্ঞা করল, তখন দায়ূদের ভাই শিমিয়ার পুত্র যোনাথন তাকে হত্যা করল। এই চারজন গাতের সেই দৈত্যের পুত্র ছিল এবং দায়ূদের ও তাঁর দাসদের হাতে নিহত হয়েছিল। ২ শমূয়েল ২১:১৬-২২

এর পরে গেজের নামক স্থানে পলেস্তীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ হলো; সেই সময়ে হূষথীয় সিব্বখয় সেই দৈত্যের বংশধর সিপ্পাইকে হত্যা করলেন এবং তারা পরাজিত হলো। পলেস্তীয়দের সঙ্গে আবার যুদ্ধ হলো; এবং যাইরের পুত্র ইলহানন গিত্তীয় গোলিয়াতের ভাই লাহমিকে হত্যা করলেন, যার বর্শাটি তাঁতির মাকুর মতো ছিল। আবার গাতে যুদ্ধ হলো, সেখানে এক বিরাট আকৃতির লোক ছিল, যার চব্বিশটি আঙুল ও পায়ের আঙুল ছিল, প্রত্যেক হাতে ছয়টি এবং প্রত্যেক পায়ে ছয়টি করে: এবং সেও ছিল সেই দৈত্যের বংশধর। কিন্তু যখন সে ইস্রায়েলকে অবজ্ঞা করল, তখন দায়ূদের ভাই শিমিয়ের পুত্র যোনাথন তাকে হত্যা করলেন। এরা গাতের সেই দৈত্যের বংশধর ছিল; এবং তারা দায়ূদের হাতে ও তাঁর দাসদের হাতে নিহত হলো। ১ বংশাবলি ২০:৪-৮

তিনি আমাকে একের পর এক আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করেন, তিনি এক দৈত্যের মতো আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ইয়োব ১৬:১৪

অ্যাপোক্রিফা

কারণ সেই পরাক্রমশালী যুবকেরা তাঁকে পরাস্ত করতে পারেনি, মহাবীরগণও তাঁকে আঘাত করতে পারেনি, কিংবা উচ্চকায় দৈত্যেরাও তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েনি; কিন্তু মেরারির কন্যা যূদীৎ তার মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যে তাঁকে দুর্বল করে দিয়েছিলেন। যূদীৎ ১৬:৭

কারণ প্রাচীন কালেও, যখন দাম্ভিক মহাপুরুষেরা বিনষ্ট হয়েছিল, তখন তোমার হস্তে শাসিত জগতের আশা এক দুর্বল আধারে রক্ষা পেয়েছিল এবং সকল যুগের জন্য এক বংশবীজ রেখে গিয়েছিল। সলোমনের প্রজ্ঞা ১৪:৬

তিনি সেই বৃদ্ধ মহাপুরুষদের প্রতি শান্ত হননি, যারা নিজেদের মূর্খতার জোরে পথভ্রষ্ট হয়েছিল। উপদেশক ১৬:৭

যেমন মঙ্গল নৈবেদ্য থেকে চর্বি কেটে নেওয়া হয়, তেমনি ইস্রায়েলের সন্তানদের মধ্য থেকে দায়ূদকে মনোনীত করা হয়েছিল। তিনি সিংহের সঙ্গে ছাগলছানার মতো এবং ভালুকের সঙ্গে মেষশাবকের মতো খেলা করতেন। তিনি কি অল্প বয়সেই এক দৈত্যকে বধ করেননি? আর তিনি কি জনগণের কলঙ্ক দূর করেননি, যখন তিনি গুলতিতে পাথর নিয়ে হাত তুলে গলিয়াতের দম্ভ চূর্ণ করেছিলেন? কারণ তিনি পরমেশ্বরকে আহ্বান করেছিলেন; এবং তিনি সেই পরাক্রমশালী যোদ্ধাকে বধ করার জন্য ও তাঁর জনগণের গৌরব বৃদ্ধি করার জন্য তাঁর ডান হাতে শক্তি দিয়েছিলেন।

আদি থেকেই বিখ্যাত দানবেরা ছিল, যারা ছিল বিশাল আকৃতির এবং যুদ্ধে অত্যন্ত পারদর্শী। প্রভু তাদের মনোনীত করেননি, আর তিনি তাদের জ্ঞানের পথও দেননি: কিন্তু তারা ধ্বংস হয়েছিল, কারণ তাদের কোনো প্রজ্ঞা ছিল না এবং তারা নিজেদের মূর্খতার কারণে বিনষ্ট হয়েছিল। বারুখ ৩:২৬-২৮

তখন তাঁর পুত্র যিহূদা, যাঁকে মাক্কাবেয় বলা হত, তাঁর স্থানে দাঁড়ালেন। তাঁর সমস্ত ভাইয়েরা তাঁকে সাহায্য করলেন, এবং তাঁর পিতার পক্ষের সকলেও তাঁকে সাহায্য করল, আর তাঁরা আনন্দের সাথে ইস্রায়েলের যুদ্ধ করলেন। এইভাবে তিনি তাঁর প্রজাদের জন্য মহাসম্মান অর্জন করলেন, এবং এক দৈত্যের মতো বক্ষবর্ম পরিধান করলেন, ও তাঁর যুদ্ধসাজ কোমরে বাঁধলেন, এবং নিজের তরবারি দিয়ে সৈন্যদলকে রক্ষা করে যুদ্ধ

করতে লাগলেন। তাঁর কাজে তিনি ছিলেন সিংহের মতো, এবং শিকারের জন্য গর্জনরত সিংহশাবকের মতো। কারণ তিনি দুষ্টদের পশ্চাদ্ধাবন করতেন, তাদের খুঁজে বের করতেন, এবং যারা তাঁর প্রজাদের কষ্ট দিত, তাদের পুড়িয়ে মারতেন। এই কারণে দুষ্টরা তাঁকে ভয় পেয়ে সংকুচিত হল, এবং সমস্ত অধর্মকারীরা বিচলিত হল, কারণ পরিত্রাণ তাঁর হাতেই সফল হয়েছিল। তিনি অনেক রাজাকেও দুঃখিত করেছিলেন, এবং তাঁর কাজের দ্বারা যাকোবকে আনন্দিত করেছিলেন, এবং তাঁর স্মৃতি চিরকাল ধন্য। অধিকন্তু, তিনি যিহূদার নগরসমূহে নগরীসমূহে ভ্রমণ করে সেখান থেকে অধার্মিকদের বিনাশ করতেন এবং ইস্রায়েলের উপর থেকে ক্রোধ নিবারণ করতেন। ফলে, তিনি পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত প্রসিদ্ধ হলেন এবং যারা বিনষ্ট হতে উদ্যত ছিল, তাদেরও তিনি নিজের কাছে গ্রহণ করলেন। ১ মাকাবীয় ৩:১-৯

ইনোক

আর তাদের সঙ্গে বাকি সকলে মিলে স্ত্রী গ্রহণ করল, এবং প্রত্যেকে নিজের জন্য একজনকে বেছে নিল, আর তারা তাদের সঙ্গে সহবাস করতে ও নিজেদের অপবিত্র করতে লাগল, এবং তারা তাদের মন্ত্র ও জাদুবিদ্যা, এবং শিকড় কাটা শেখাল, আর তাদের গাছপালার সঙ্গে পরিচিত করাল। আর তারা গর্ভবতী হল, এবং তারা বিশালকায় দৈত্যদের জন্ম দিল, যাদের উচ্চতা ছিল তিন হাজার এল (এল হল উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের একটি পরিমাপের একক, যা মূলত কিউবিট হিসাবে বোঝা হত, অর্থাৎ বাহু এবং প্রসারিত হাতের সম্মিলিত দৈর্ঘ্য। এল-এর অন্যান্য পরিমাপ ২৭-৪৫ ইঞ্চির সমান): যারা মানুষের সমস্ত সম্পদ গ্রাস করত। আর যখন মানুষ তাদের আর ভরণপোষণ করতে পারল না, তখন দৈত্যরা তাদের বিরুদ্ধে গেল এবং মানবজাতিকে গ্রাস করল। আর তারা পাখি, পশু, সরীসৃপ ও মাছের বিরুদ্ধে পাপ করতে লাগল, এবং একে অপরের মাংস ভক্ষণ করতে ও রক্ত পান করতে লাগল। তখন পৃথিবী সেই অধর্মকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। হনোক ৭:১-৬

আর নারীরা দানবদের জন্ম দিয়েছে, এবং তার ফলে সমগ্র পৃথিবী রক্ত ও অধার্মিকতায় পূর্ণ হয়েছে। হনোক ৯:৯

আর তিনি আমাকে উত্তর দিয়ে বললেন, এবং আমি তাঁর কণ্ঠস্বর শুনলাম: ভয় পেয়ো না, হনোক, তুমি ধার্মিক পুরুষ ও ধার্মিকতার লেখক: এদিকে এসো এবং আমার কণ্ঠস্বর শোনো। আর যাও, স্বর্গের প্রহরীগণকে বলো, যাঁরা তোমাকে তাদের জন্য মধ্যস্থতা করতে পাঠিয়েছেন: তোমাদের উচিত মানুষের জন্য মধ্যস্থতা করা, মানুষের জন্য নয়। তোমরা কেন সেই উচ্চ, পবিত্র ও অনন্ত স্বর্গ ত্যাগ করেছ, এবং নারীদের সঙ্গে শয়ন করেছ, মনুষ্যকন্যাদের দ্বারা নিজেদের অপবিত্র করেছ, এবং স্ত্রী গ্রহণ করেছ, আর পৃথিবীর সন্তানদের মতো আচরণ করেছ, এবং দানবদের তোমাদের পুত্ররূপে জন্ম দিয়েছ? আর যদিও তোমরা পবিত্র, আত্মিক এবং অনন্ত জীবন যাপন করছিলে, তোমরা নারীদের রক্ত দ্বারা নিজেদের অপবিত্র করেছ, এবং মাংসের রক্ত দ্বারা সন্তান জন্ম দিয়েছ, এবং মনুষ্যসন্তানদের মতো মাংস ও রক্তের প্রতি লালসা করেছ, যেমন তারাও করে যারা মৃত্যুবরণ করে ও বিনষ্ট হয়। এইজন্য আমি তাদের স্ত্রীও দিয়েছি, যেন তারা তাদের গর্ভবতী করতে পারে এবং তাদের দ্বারা সন্তান জন্ম দিতে পারে, যাতে পৃথিবীতে তাদের কোনো কিছুর অভাব না থাকে। কিন্তু তোমরা পূর্বে আত্মিক ছিলে, অনন্ত জীবন যাপন করতে এবং জগতের সকল প্রজন্মের জন্য অমর ছিলে। আর সেইজন্য আমি তোমাদের জন্য কোনো স্ত্রী নিযুক্ত করিনি; কারণ স্বর্গের আত্মিক সত্তাদের বাসস্থান স্বর্গেই। আর এখন, দৈত্যরা, যারা আত্মা ও মাংস থেকে উৎপন্ন, পৃথিবীতে তাদের অশুভ আত্মা বলা হবে এবং পৃথিবীতেই তাদের বাসস্থান হবে। অশুভ আত্মারা তাদের দেহ থেকে উৎপন্ন হয়েছে; কারণ তারা মানুষ থেকে জন্মেছে, এবং পবিত্র প্রহরীগণই তাদের সূচনা ও আদি উৎস; তারা পৃথিবীতে অশুভ আত্মা হবে এবং তাদের অশুভ আত্মা বলা হবে। স্বর্গের আত্মাদের বাসস্থান স্বর্গেই হবে, কিন্তু পৃথিবীর যে আত্মারা পৃথিবীতে জন্মেছিল, তাদের বাসস্থান পৃথিবীতেই হবে। আর দৈত্যদের আত্মারা পৃথিবীতে পীড়া দেয়, অত্যাচার করে, ধ্বংস করে, আক্রমণ করে, যুদ্ধ করে এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালায় ও অশান্তি সৃষ্টি করে: তারা কোনো খাদ্য গ্রহণ করে না, কিন্তু তবুও ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত থাকে এবং অপরাধ ঘটায়। আর এই আত্মারা মনুষ্যসন্তানদের ও নারীদের বিরুদ্ধে জেগে উঠবে, কারণ তারা তাদের থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। হনোক ১৫:১-১১

দৈত্যদের হত্যা, বিনাশ ও মৃত্যুর দিনগুলো থেকে, যাদের দেহ থেকে আত্মারা নির্গত হয়ে, কোনো বিচার ছাড়াই ধ্বংস করবে। এইভাবে তারা ধ্বংস করতে থাকবে মহাপ্রলয়ের দিন পর্যন্ত, সেই মহাবিচার, যার দ্বারা প্রহরীগণ ও ঈশ্বরহীনদের উপর এই যুগের পূর্ণতা লাভ হবে, হ্যাঁ, তা সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হবে। হনোক ১৬:১

আর আমি, হনোক, তাঁকে উত্তর দিয়ে বললাম: প্রভু পৃথিবীতে এক নতুন কাজ করবেন, এবং এই বিষয় আমি ইতিমধ্যেই এক দর্শনে দেখেছি, আর তোমাকে জানাচ্ছি যে আমার পিতা যেরেদের বংশে স্বর্গের কিছু দূত প্রভুর বাক্য লঙ্ঘন করেছিল। আর দেখ, তারা পাপ করে ও বিধান লঙ্ঘন করে, এবং নারীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের সাথে পাপ করে, এবং তাদের মধ্যে কয়েকজনকে বিয়ে করে ও তাদের দ্বারা সন্তান জন্ম দেয়। আর তারা পৃথিবীতে এমন দানবদের সৃষ্টি করবে যারা আত্মিক নয়, কিন্তু দৈহিক, এবং পৃথিবীতে এক মহাদণ্ড নেমে আসবে, আর পৃথিবী সমস্ত অপবিত্রতা থেকে শুচি হবে। হ্যাঁ, সমগ্র পৃথিবীর উপর এক মহাধ্বংস নেমে আসবে, এবং এক বছরের জন্য এক মহাপ্লাবন ও মহাধ্বংস হবে। হনোক ১০৬:১৩-১৬

জুবিলি

আর যখন পৃথিবীতে মনুষ্যসন্তানদের সংখ্যাবৃদ্ধি হতে লাগল এবং তাদের কন্যাসন্তান জন্মাল, তখন এই জয়ন্তীর এক নির্দিষ্ট বছরে ঈশ্বরের দূতগণ তাদের দেখলেন; তারা দেখতে অত্যন্ত সুন্দর ছিল; এবং তারা তাদের মধ্য থেকে নিজেদের পছন্দমতো সকলকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন, আর তাদের গর্ভে পুত্রসন্তান জন্মাল, যারা ছিল দানবাকৃতির। জয়ন্তী ৫:১

কারণ এই তিনটি কারণে পৃথিবীতে মহাপ্লাবন এসেছিল, যথা, ব্যভিচারের কারণে, যেখানে প্রহরীগণ তাদের বিধানের আইন লঙ্ঘন করে মানুষের কন্যাদের পিছনে ব্যভিচার করেছিল এবং নিজেদের পছন্দমতো সকলকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছিল: এবং তারাই অপবিত্রতার সূচনা করেছিল। এবং তারা নাফিদ নামক পুত্রদের জন্ম দিয়েছিল, এবং তারা সকলেই ছিল ভিন্ন, এবং তারা পরস্পরকে গ্রাস করত: এবং দৈত্যরা নাফিলকে হত্যা করেছিল, এবং নাফিল এলজোকে হত্যা করেছিল, এবং এলজো মানবজাতিকে, এবং একজন মানুষ অন্যজনকে। এবং প্রত্যেকেই নিজেকে অধর্ম করতে ও প্রচুর রক্তপাত ঘটাতে বিক্রি করে দিয়েছিল, এবং পৃথিবী অধর্মে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। জুবিলিস ৭:২১-২৩

আর তিনি তাদের কাছে দানবদের বিচার ও সদোমীয়দের বিচারের কথা বললেন; কীভাবে তাদের দুষ্টতার কারণে তাদের বিচার করা হয়েছিল এবং তারা তাদের ব্যভিচার, অশুচিতা ও ব্যভিচারের মাধ্যমে পারস্পরিক কলুষতার কারণে মৃত্যুবরণ করেছিল। জুবিলী ২০:৫

কিন্তু পূর্বে তারা গিলিয়দ দেশকে রফাইমদের দেশ বলত; কারণ তা ছিল রফাইমদের দেশ, এবং সেখানেই রফাইমদের জন্ম হয়েছিল; তারা ছিল দানব, যাদের উচ্চতা ছিল দশ, নয়, আট থেকে সাত হাত পর্যন্ত। জুবিলী ২৯:৯

ইডেনের বিস্মৃত গ্রন্থাবলী

লোকেরা আমাকে পঞ্চম স্বর্গে নিয়ে গিয়ে রাখল, এবং সেখানে আমি গ্রিগোরি নামক অসংখ্য সৈন্য দেখলাম, যাদের চেহারা ছিল মানুষের মতো। তাদের আকার ছিল বিশাল দৈত্যদের চেয়েও বড়, তাদের মুখমণ্ডল ছিল শুষ্ক এবং তাদের মুখে ছিল চিরস্থায়ী নীরবতা। পঞ্চম স্বর্গে কোনো উপাসনার ব্যবস্থা ছিল না, এবং আমি আমার সঙ্গীদের বললাম: এরা কেন এত শুষ্ক, এদের মুখমণ্ডল বিষণ্ণ এবং এদের মুখে নীরবতা, আর এই স্বর্গে কেন কোনো উপাসনার ব্যবস্থা নেই? এবং তারা আমাকে বলল: এরাই হলো গ্রিগোরি, যারা তাদের রাজপুত্র স্যাটানাইলের সাথে মিলে আলোর প্রভুকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, এবং তাদের পরে আছে তারা, যারা দ্বিতীয় স্বর্গে ঘোর অন্ধকারে বন্দী। তাদের মধ্যে তিনজন প্রভুর সিংহাসন থেকে পৃথিবীতে, এর্মোন নামক স্থানে নেমে গিয়েছিল এবং এর্মোন পর্বতের পাদদেশে তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিল। তারা মানুষের কন্যাদের দেখেছিল তারা কত ভালো, এবং তাদের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছিল, আর নিজেদের কর্ম দ্বারা পৃথিবীকে কলুষিত

করেছিল। তারা তাদের যুগের সর্বকালে অধর্ম ও মিশ্রণ সৃষ্টি করেছিল, এবং এর ফলে দৈত্য, বিস্ময়কর বিশালকায় পুরুষ এবং প্রচণ্ড শত্রুতার জন্ম হয়েছিল। আর তাই ঈশ্বর তাদের মহাবিচার দ্বারা বিচার করেছেন, এবং তারা তাদের ভাইদের জন্য কাঁদে এবং প্রভুর মহাদিনে তারা শাস্তি পাবে। হনোকের রহস্য ১৮:১-৪

অতএব, হে আমার সন্তানেরা, ব্যভিচার থেকে দূরে থাকো, এবং তোমাদের স্ত্রী ও কন্যাদের আদেশ দাও, যেন তারা মনকে প্রতারিত করার জন্য নিজেদের মাথা ও মুখমণ্ডল সজ্জিত না করে: কারণ যে সকল নারী এই সকল ছলনা ব্যবহার করে, তাদের অনন্তকালীন শাস্তির জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে। কারণ এইভাবেই তারা মহাপ্লাবনের পূর্বে থাকা প্রহরীগণকে প্রলুব্ধ করেছিল; কারণ তারা যখন ক্রমাগত তাদের দেখত, তখন তাদের প্রতি কামাসক্ত হত এবং মনে মনে সেই কাজের পরিকল্পনা করত; কারণ তারা মানুষের রূপ ধারণ করত এবং যখন তারা তাদের স্বামীদের সাথে থাকত, তখন তাদের কাছে আবির্ভূত হত। আর নারীরা মনে মনে তাদের রূপের প্রতি কামাসক্ত হয়ে দানবদের জন্ম দিয়েছিল, কারণ প্রহরীগণ তাদের কাছে স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত রূপে আবির্ভূত হয়েছিল। অতএব, ব্যভিচার থেকে সাবধান থাকো; এবং যদি তোমরা মনে পবিত্র থাকতে চাও, তবে প্রত্যেক নারী থেকে তোমাদের ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করো। রূবেনের সন্ধি ২:১৭-২০

আমি দেখলাম, রাজা আখোর, যিনি এক বিরাট আকৃতির মানুষ ছিলেন, তিনি ঘোড়ার পিঠে বসে সামনে ও পেছনে বর্শা ছুঁড়ছেন। তখন আমি ষাট পাউন্ড ওজনের একটি পাথর তুলে ছুঁড়ে মারলাম, যা তার ঘোড়াটিকে আঘাত করে মেরে ফেলল। আর আমার পিতা যাকোব, সমস্ত রাজাদের রাজা, বারো হাত উঁচু ও শক্তিতে বিরাট আকৃতির বীলেশথকে হত্যা করলেন। যিহূদার উইল ১:১৮,২২